নাটকটা শেষ হয়ে যাবে
খন্দকার জাহিদ হাসান
(জনপ্রিয় নাট্যাভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিমকে নিবেদিত)

নাটকটা শিগ্রী শেষ হয়ে যাবে,
কল্পনার ঘোড়ারা স্বপ্নের চৌহদ্দি পেরোলেই নাটকটা শেষ হয়ে যাবে-
দূর ভিনগ্রহবাসীদের সবুজ আকাশে নাকি মাছেরা উড়ে উড়ে বেড়ায়,
নীল বর্ণের গাছে গাছে অক্টোপাস নাকি বাঁধে বাসা,
আর পাখীরা সেখানে নাকি বাস করে জলে-
যা কিছু অজানা অচেনা কখনো কখনো বড় ভীতিকর হয় তা,
আবার যা কিছু অজ্ঞাত মাঝে মাঝে বড্ড হাতছানিও দেয় তা।

নাটকটা সিনেমার রূপ ধারণ করলেই শেষ হয়ে যাবে,
অতএব সকল প্যানপ্যানানির হবে অবসান,
নায়কেরা শহীদুজ্জামান সেলিমকে ফলো করতে গেলেই-
নাটকটা পানসে হয়ে যাবে,
ভিলেনরা শহীদুজ্জামান সেলিমকে ফলো করতে গেলেই-
নাটকটা শেষ হয়ে যাবে,
সুতরাং বসে বসে ক্রমাগত হাই তোলারও ঘটবে অবসান,
নিশ্চিতভাবে দর্শক ও নাট্যকারের সীমারেখা তখন হয়ে যাবে অদৃশ্য,
অতঃপর লেখকবৃন্দ ও পাঠকবর্গ একীভূত হবে।

যত নৃত্য নিজ নিজ বৃত্তের মাঝেই সীমাবদ্ধ-
বৃত্তেই যত নৃত্য, বৃত্তই যার যার মহাবিশ্ব,
যত দর্শন যত মতবাদ যত ফীডব্যাক-
নিজ নিজ ঘুলঘুলির ছিদ্রপথে দেখা জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত,
বসবাসযোগ্য নতুন কোনো গ্রহের খোঁজে এখনি তাই বেরিয়ে পড়া উচিৎ,
পুরাতন নাটকটা তাই এই মুহূর্তে শেষ হওয়া দরকার।

কাহিনী আওর কাহানির মাঝে অহরহই টক্কর লাগ যাতা হ্যায়,
তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি' হয়ে যায় ধুমধাড়াক্কা 'বাওয়ার্চি',

আজব একটা হিন্দী ফিল্মি সুড়ঙ্গে ঢুকে গিয়ে এভাবে প্রায়ই সংস্কৃতি যায় মরে,
'গল্প হলেও সত্যি' টেঁসে যায় সত্যি সত্যি-
হিন্দি ছবির 'দেবদাস' একেবারেই মরে যায়,
ছায়াছবি সুশীতল ছায়াতলে ছবি হয়ে চিরতরে নেয় বিশ্রাম,
সাহিত্য মরে যায় যেমন ঈদ আর পূজো সংখ্যার চাপে।

ইউটিউবে নায়াগ্রার জলের লাহান লাটক-সিনামা ঝরতাছে,
উশ্চারণদুষ্ট মেলা মাইনষে অটোগ্রাফ প্র্যাক্টিস্ করতাছে,
অগণিত তীর্থযাত্রীর ভীড়ের ঠেলাতে স্বর্গদূত আর পূণ্যাত্মারা অতিষ্ঠ,
নাটকটা তাই আসলেই শিগ্রী শেষ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

সৃষ্টিলগ্ন হতেই সকল ছাগল বুঝতে অপারগ যে তারা আসলে ছাগল,
আবহমান কাল হতেই কতিপয় মানুষ বুঝতে অপারগ যে তারা আসলে অমানুষ-
ওহে নিষ্ঠুর অতীত, তোমার বেহায়া দুটি চোখ আমি আজ তাই ফেলবো উপড়ে,
হে জন্মান্ধ ভবিষ্যত, অতঃপর তোমাকে ঘটা করে তা দেব উপহার।